

৩০০+ জীবন বিজ্ঞান OneLiner

- ➥ লজ্জাবতী গাছের পাতা স্পর্শ করলে পত্রকগুলি তৎক্ষণাত্ মুড়ে যায়। একে বলে সিস্মোন্যাস্টিক চলন।
- ➥ বনচাঁড়ালের পার্শ্বপত্রে দেখা যায় প্রকরণ চলন।
- ➥ হরমোন হল একপ্রকার অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক।
- ➥ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বনচাঁড়াল উদ্ভিদ নিয়ে উদ্ভিদের সাড়াপ্রদান-সংক্রান্ত পরীক্ষা করেন।
- ➥ পার্শ্বীয়মূলের ত্বরিক অভিকর্ষবর্তী চলন দেখা যায়।
- ➥ অভিকর্ষ বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ট্রিপিক চলনকে জিওট্রিপিক চলন বলা হয়।
- ➥ উদ্দীপকের প্রভাবে সৃষ্টি প্রতিক্রিয়াকে বলে সাড়া।
- ➥ ফটোট্যাকটিক চলন দেখা যায় ক্ল্যাইডোমোনাস ও ভলভঙ্গে।
- ➥ সংবেদনশীলতা দেখা যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েই।
- ➥ ভলভঙ্গ জীবটিতে সামগ্রিক চলন দেখা যায়।
- ➥ আবিষ্ট বক্র চলন উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যেটি তা হল ট্রিপিক চলন।
- ➥ শ্বাসমূলে প্রতিকূল অভিকর্ষবর্তী চলন দেখা যায়।
- ➥ সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল মাটির ওপরে উঠে আসে প্রতিকূল অভিকর্ষবৃত্তীয় চলন দ্বারা।
- ➥ উদ্দীপক হল এক ধরনের শক্তি।
- ➥ পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন শনাক্ত করে, সেই অনুযায়ী জীবের সাড়া প্রদানের ক্ষমতাই হল সংবেদনশীলতা।
- ➥ টারপেনয়েড গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদ হরমোনটি হল জিবারেলিন।
- ➥ দিনের আলোয় পদ্মফুলের প্রস্ফুটন এক ধরনের ন্যাস্টিক চলন।
- ➥ উদ্ভিদ অঞ্জের বক্রচলন যখন উদ্দীপকের গতিপথের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাকে বলা হয় ট্রিপিক চলন।
- ➥ ট্রিপিক চলনে সাহায্যকারী উদ্ভিদ হরমোনটি হল অক্সিন।
- ➥ অভিকর্ষের গতিপথ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত উদ্ভিদ অঞ্জের চলনকে বলা হয় জিওট্রিপিক চলন।
- ➥ একটি অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার উদাহরণ হল কোশের রসস্ফীতিজনিত চাপের পরিবর্তন।
- ➥ ডাবের জল ও নারকেলের দুধে কাইনিন প্রাকৃতিক হরমোন পাওয়া যায়।
- ➥ উদ্ভিদের সাড়া পরিমাপক যন্ত্রটি হল ক্রেসকোগ্রাফ।

- হরমোন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বেলিস ও স্টারলিং।
- একটি প্রাকৃতিক হরমোন হল অক্সিন।
- একটি কৃত্রিম হরমোন হল NAA।
- বীজের দ্রুত অঙ্গুরোদ্গম ঘটায় জিবেরেলিন।
- অক্সিন আবিষ্কার করেন ওয়েন্ট।
- অঙ্গুরোদ্গমকালে বীজমধ্যস্থ α অ্যামাইলেজ উৎসেচককে সক্রিয় করে জিবেরেলিন।
- কাইনিন হরমোনটি অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে কান্কিক মুকুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।
- পত্রমোচন বিলম্বিত করে সাইটোকাইনিন।
- প্রধান সাইটোকাইনিনটি হল জিয়াচিন ও কাইনেটিন।
- উদ্পিদের অগ্রস্থ ভাজক কলায় উৎপন্ন হয় অক্সিন।
- একটি নিউরোহরমোন হল GnRH।
- মানবদেহের সমগ্র অস্তঃক্ষরাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক হল হাইপোথ্যালামোস।
- থাইরাস্কিন হরমোনটির প্রধান উপাদান আয়োডিন।
- গলগাঙ্গ রোগটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হরমোনটির নাম থাইরাস্কিন।
- ADH-এর অপর নাম ভ্যাসোপ্রেসিন।
- হাইপোথ্যালামোসে সংশ্লেষিত একটি হরমোন হল ADH।
- রক্তে শর্করার মাত্রা 100ml রক্তে 180mg মুক্তের মাধ্যমে অধিক মাত্রায় শর্করা নির্গত হয়।
- ইনসুলিন হরমোনটি স্টেরয়োডধর্মী নয়।
- হরমোন হল একটি রাসায়নিক সমন্বয়কারী।
- আপৎকালীন হরমোন হল অ্যাড্রেনালিন।
- ব্যাঙ্গাচির পূর্ণাঙ্গ ব্যাংগে বুপাস্তরে সাহায্য করে থাইরাস্কিন।
- BMR বাড়ায় যে হরমোনটি সেটি হল থাইরাস্কিন।
- রক্তে শর্করার হার কমাতে যে হরমোনটি কার্যকরী সেটি হল ইনসুলিন।
- ‘মাস্টারফ্ল্যান্ড’ বলা হয় যে প্রান্থিটিকে সেটি হল পিটুইটারি।
- ‘প্রভু প্রান্থির প্রভু’ বলা হয় যে প্রান্থিটিকে সেটি হল হাইপোথ্যামোস।
- পিটুইটারি প্রান্থি থেকে নিঃসৃত ACTH হরমোনটি অ্যাড্রিনাল প্রান্থির কটেজের বৃদ্ধি ও ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- মানব মস্তিষ্কের বেশির ভাগ স্থান জুড়ে অবস্থিত গুরুমস্তিষ্ক।
- বল ও সকেট সন্ধির উদাহরণ হল স্ক্লিন সন্ধি ও উরুসন্ধি।
- শৈশবে থাইরাস্কিনের কম ক্ষরণে যে রোগটি হয় সেটি হল ক্রেটিনিজম।
- জীবদেহে বিভিন্ন অস্তঃক্ষরা প্রান্থির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে অস্তঃক্ষরাতন্ত্র।
- STH নির্গত হয় যে প্রান্থি থেকে সেটি হল প্যারাথাইরয়োড।
- ACTH নিঃসৃত হয় পিটুইটারি প্রান্থি থেকে।

- সনাল প্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় উৎসেচক।
- অ্যাড্রিনালিন হরমোনের প্রভাবে অক্তের লোম খাড়া হয়ে যায়।
- হাতের বাইসেপ্স পেশি সংকুচিত হলে কনুই ভাঁজ হয়।
- কুশিং বর্ণিত রোগ দেখা দেয় ACTH-এর অধিক ক্ষরণে।
- যে প্রন্থির ক্ষরণ সরাসরি রক্তে মেশে তাকে বলে অন্তঃক্ষরাগ্রন্থি।
- একটি কিটোজেনিক হরমোন হল ফ্লুকাগন।
- ইনসুলিন ক্ষরিত হয় অগ্ন্যাশয় থেকে।
- বয়স্কদের ক্ষেত্রে যে হরমোনের অধিঃক্ষরণে মিঞ্জিডিমা রোগ দেখা দেয় সেটি হল থাইরক্সিন।
- হঠাৎ ভয় পেলে অ্যাড্রেনালিন হরমোন ক্ষরিত হয়।
- স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোন উপাদানটি বাহক হিসেবে কাজ করে।
- সিলিয়ার সাহায্যে গমন করে প্যারাসেমিয়াম।
- ফ্লুকাগন রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- একটি বহিঃক্ষরা প্রন্থি হল স্বেদগ্রন্থি।
- থাইরক্সিনকে ক্যালোরিজেনিক হরমোন বলে।
- অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা উভয় অংশ বর্তমান থাকলে তাকে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয়।
- টেস্টোস্টেরনের অপর নাম অ্যান্ড্রোজেন।
- যে সব স্নায়ু প্রাহক থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুস্পন্দন পরিবহন করে তাদের বলে অন্তর্বাহী স্নায়ু।
- অক্ষিগোলকের আকার স্বাভাবিকের তুলনায় ছোটো হলে চোখের যে রোগ হয়, তাকে বলে হাইপারমেট্রোপিয়া।
- স্নায়ুকোশের যে অংশে নিসল দানা অনুপস্থিত, সেটি হল অ্যাঙ্কন।
- ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে গমন করে ইউগ্নিনা।
- মানুষের গমনাঙ্গ হল পা।
- শর্তাধীন প্রতিবর্তক্রিয়ার উদাহরণ হল—মানুষ দেখে গোল্ডফিশের অ্যাকোরিয়ামের সামনে চলে আসা।
- মায়াটোম পেশি থাকে তিমি মাছে।
- মানুষের করোটির কশেরুকার সংখ্যা 22টি।
- গমনের সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে লঘু মস্তিষ্ক।
- ভেগাস স্নায়ু হল এক প্রকার মিশ্র স্নায়ু।
- যে বহুকোশী প্রাণীটির দেহে স্নায়ুতন্ত্র থাকে না সেটি হল সাইকন।
- একটি কারক অঙ্গ হল পেশি।
- প্রবাল গমনে অক্ষম।
- রুই মাছের পটকাতে গ্যাস উৎপাদনকারী অঙ্গটি হল রেড প্রন্থি।
- গমনে সক্ষম এরকম একটি উদ্বিদ হল ক্ল্যামাইডোমোনাস।
- মানবদেহের বৃহত্তম পেশি হল সারটোরিয়াস।

- মানুষের গমন পদ্ধতি হল দ্বিপদ।
- ফিমার, টিবিয়া ও প্যাটেলার সম্মিলিত অস্থিসন্ধি হল হাঁটু।
- গমন করতে পারে না এমন একটি প্রাণীর নাম হল স্পঞ্জ।
- নিউরোনের নিউক্লিয়াস কোশদেহে থাকে।
- করপাস ক্যালোসাম মস্তিষ্কের মধ্যমস্তিষ্কে থাকে।
- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশে CSF উপস্থিত সেটি হল সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালী।
- স্মৃতি গুরুমস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- যে কোশ মাঝোলিন আবরণ তৈরি করে সেটি হল সোয়ান কোশ।
- পীতবিন্দু হলদেহ হয় যে রঞ্জকের জন্য সেটি হল জ্যান্থোফিল।
- চোখের জলের মধ্যে পাওয়া যায় এমন একটি উৎসেচক হল লাইসোজাইম।
- যে ছিদ্রের মাধ্যমে চোখে আলো প্রবেশ করে সেটি হল তারারপ্ত।
- মস্তিষ্কের গহ্বরকে বলে নিলয়।
- মানুষের মস্তিষ্কে স্নায়ুকোশের সংখ্যা প্রায় হাজার কোটি।

- ‘অ্যামাইটোসিস’ শব্দটি 1840 খ্রিস্টাব্দে যে বিজ্ঞানী নির্বাচিত করেন তার নাম রবার্ট রিম্যাক।
- ‘ক্রোমোজোম’ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ওয়ালডেয়ার।
- সকলপকার ক্রোমোজোমে যে খাঁজটি দেখা যায় তা হল মুখ্য খাঁজ।
- ক্রোমোজোম সংখ্যা গণনার জন্য কোশবিভাজনের আদর্শ দশা হল মেটাফেজ।
- মাইটোসিস কোশবিভাজন সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করেন বিজ্ঞানী ওয়াল্টার ফ্লেমিং।
- যে N_2 যুক্ত ক্ষারকটি RNA-তে কথনেই থাকে না তা হল থাইমিন।
- DNA সংশ্লেষণ ও প্রোফেজ শুরুর মধ্যবর্তী দশা হল G_2 দশা।
- কোশচক্রের যে দশায় DNA সংশ্লেষিত হয় সেটি হল S দশা।
- কোশচক্র প্রধানত যে কটি দশায় বিভক্ত তা হল—দুটি।
- ক্যারিওকাইনেসিস শব্দটি প্রণয়ন করেন বিজ্ঞানী স্লেইশার।
- উদ্ধিদের কোশপ্রাচীরের প্রধান উপাদানটি হল সেলুলোজ।
- কোশবিভাজনের সময়ে ক্রোমোজোমীয় চলনে সাহায্য করে বেমতত্ত্ব।
- দেহকোশে ক্রোমোজোম সংখ্যা 46 হলে মিয়োসিস কোশবিভাজনে অপ্রত্যক্ষে ক্রোমোজোম সংখ্যা 23 হবে।
- 1909 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ‘জিন’ শব্দটি প্রচলন করেন জোহানসেন।
- RNA-তে থাইমিনের বদলে যে ক্ষারটি থাকে সেটি হল ইউরাসিল।
- পিউরিন জাতীয় নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারটি হল অ্যাডেনিন।
- মানুষের শুক্রাণু মাতৃকোশে ক্রোমোজোম সংখ্যা 23 জোড়া।
- নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলে ক্যারিওকাইনেসিস।
- মাইটোসিসের চতুর্থ দশাটি হল টেলোফেজ।
- মাইটোসিসের অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী দশাটি হল অ্যানাফেজ।
- মাইটোসিসের দীর্ঘতম দশাটি হল প্রোফেজ।
- মানুষের যৌন ক্রোমোজোম দু’জোড়া।
- যে ক্ষারকমূলকটি RNA-তে থাকে কিন্তু DNA-তে থাকে না সেটি হল থাইমিন।
- কোশপাত গঠনের কাজটি হয়ে থাকে গলগিবড়ি দ্বারা।
- সাইটোকাইনেসিস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী হুইটম্যান।
- মাইটোসিস কোশ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় অপ্রত্যক্ষ ক্রোমোজোমগুলি সমসংখ্যায় উভয় মেরুর দিকে গমন করে।
- বিভাজনরত কোশের নিউক্লিওলাস লুপ্ত হয়ে যে দশায়, সেটি হল প্রোফেজ।
- মাইটোসিস কোশ বিভাজন হয় দেহকোশে।

- কোশচক্রে মাইটোটিক দশা ঘটে G_2 দশার শেষে।
- মাইটোসিস পদ্ধতি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন বিজ্ঞানী স্নাইডার।
- দেহকোশে ক্রোমোজোম থাকে 2_n ।
- ক্রসিংওভারের একক হল ক্রোমাটিড।
- ব্যাকটেরিয়ার কোশ বিভাজন পদ্ধতি হল অ্যামাইটোসিস।
- শুক্রাগু ও ডিস্চাগু উৎপাদিত হয় মিয়োসিস পদ্ধতিতে।
- কোনো জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা $2_n=24$ হলে ওই জীবের শুক্রাগু/ডিস্চাগুতে ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে 12।
- ননজেনেটিক RNA তিনি প্রকার।
- পরপর সংঘটিত দুটি কোশ বিভাজনের মধ্যবর্তী পর্যায়কে বলে ইন্টারফেজ।
- বেমতত্ত্ব গঠন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তা G_2/M চেকপয়েন্ট দেখে বোঝা যায়।
- প্রাণীকোশে সেন্ট্রিওলকে পরিবৃত করে যে বেমতত্ত্বগুলি অবস্থিত তারা হল অ্যাস্ট্রাল রশ্মি।
- বেমতত্ত্ব গঠিত হয়, যার দ্বারা সেটি হল টিউবিউলিন।
- ইউক্যারিওটিক কোশের ক্রোমোজোম সংগঠন প্রধান প্রোটিনটি হল হিস্টোন।
- বংশগতির ধারক ও বাহক হল ক্রোমোজোম।
- কোশের বৃদ্ধি এবং জননের বিভিন্ন দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে বলে কোশচক্র।
- এককোশী জীবের বংশ বিস্তারের উপায় হল কোশ বিভাজন।
- নির্দিষ্ট মেরুত্বযুক্ত ক্রোমোজোমের প্রাত্তভাগকে বলে টেলোমিয়ার।
- মাইটোসিস বিভাজনকালে যে তত্ত্বগুলো ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাকে বলে ক্রোমোজোমাল তত্ত্ব।
- RNA-তে অবস্থিত পিরিমিডিন বেসটির নাম ইউরাসিল।
- নিউক্লিয়াসের যে অংশ থেকে ক্রোমোজোম গঠিত হয় তার নাম নিউক্লীয় জালিকা।
- পাতার সাহায্যে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে পাথরকুচি।
- বিভাজন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে প্লাসমোডিয়াম।
- খণ্ডিভবন পদ্ধতি লক্ষ করা যায় স্পাইরোগাইরাতে।
- রসালো মূলের উদাহরণ হল ট্রিপ্লয়েড।
- গুপ্তবীজী উত্তিদের সম্য হল মিষ্টি আলু।
- উভলিঙ্গ প্রাণী হল কেঁচো।
- নিষেকের পরে ডিস্চাশয় বৃপ্তাস্ত্রিত হয় ফলে।
- জোড়কলমে স্টক ও সিয়ান দেখা যায়।
- কলাকর্য পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উত্তিদ দেহাংশটি হল এক্সপ্ল্যান্ট।
- অসম্পূর্ণ প্রকটতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সন্ধ্যামালতী।
- পাতাঝাঁঁকি একটি জল পরাগী পুষ্প।
- কাণ্ড স্টেলন প্রকৃতির যে উত্তিদ তার নাম কচুরিপানা।
- নিষিক্ত ডিস্চাগুর নাম জাইগেট।
- জোড়কলম একপ্রকার অঙ্গজ জনন।

- ডিস্বাণু উৎপাদনের পদ্ধতিকে বলে উজেনেসিস।
- সম আকৃতির দুটি জনন কোশের মিলন পদ্ধতিকে বলে আইসোগ্যামি।
- আদার প্রথিকাণ্ড ও ফণীমনসার পর্ণকাণ্ড হল সমসংস্থ।
- কোরকোদ্গম পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে এমন একটি প্রাণী হল হাইড্রা।
- ফুলের পুঁকেশর স্তবকে পুঁগ্যামেট উৎপন্ন হয়।
- সংযুক্তি বা সংশ্লেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি নিষিক্ত ডিস্বাণুকে বলে জাইগোস্পোর।
- শুক্রাণু উৎপাদনের পদ্ধতিকে বলে স্পার্মাটোজেনেসিস।
- যৌন ঘিরুপ্তা দেখা যায় আরশোলাতে।
- ভলভল্যা-এর জনন হল অযৌন জনন।
- অন্তঃনিয়েকে অভ্যন্ত একটি মাছ হল তিমি।
- একটি অণ্ড জরায়ুজ প্রাণীর উদাহরণ হল হাঙের।
- যে উভলিঙ্গ প্রাণী স্বনিয়েক সম্পন্ন করে, সেটি হল যকৃৎ কৃমি।
- বুলবিল গঠনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে চুপড়ি আলু।
- মূলের শাখাকলম দেখা যায় কমলালেবুতে।
- পাথরকুচি পাতার মুকুলকে বলে পত্রাশয়ী মুকুল।
- সম্য নিউক্লিয়াসের সংখ্যা $3n$ ।
- জাইগোটের ক্রামোজোমীয় প্রকৃতি হল $2n$ ।
- যে প্রাণীটি পার্থোনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তা হল পুরুষ মৌমাছি।
- যে জীবের ক্ষেত্রে অনিষিক্ত হ্যাপ্লয়োড ডিস্বাণু থেকে অপত্য জীব সৃষ্টি হয় তা হল মৌমাছি।
- বহিঃনিয়েক ঘটে মাছে।
- টেস্ট নামক ছত্রাকে লক্ষ করা যায় কোরকোদ্গম।
- মূলজ মুকুল দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে পটল।
- আখ যে প্রকার শাখাকলমের সাহায্যে অঙ্গজ বংশবিস্তার করে, তা হল কাণ্ডের।
- পাখি, গোরু ইত্যাদি প্রাণীর নিয়েক প্রক্রিয়াকে বলে অন্তঃনিয়েক।
- যৌন, অযৌন ও অঙ্গজ এই তিনি পদ্ধতিতে জননে সক্ষম হাইড্রা।
- জরায়ুজ অঙ্গুরোদ্গম ঘটে এমন একটি উদ্বিদ হল গরান।
- একটি অসমাঞ্জা ও উভলিঙ্গ ফুল হল অপরাজিতা।
- একটি সম্পূর্ণ, সমাঞ্জা, যুক্তদল ফুল হল ধূতরো।
- একটি অসম্পূর্ণ, সমাঞ্জা, একলিঙ্গ ফুল হল কুমড়ো।
- একটি সম্পূর্ণ, সমাঞ্জা, মুক্তদল ফুল হল জবা।
- আদর্শ ফুলের অত্যাবশ্যকীয় স্তবক হল পুঁকেশর ও গর্ভকেশর।
- রস্তদ্রোগ, অর্কিড, আকন্দ হল পতঞ্জাপরাণী ফুল।
- শাকালু, পটল, রাঙা আলু মূলের সাহায্যে অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে।
- ঘিনিয়েক ঘটে গুপ্তবীজী উদ্বিদে।
- উপবৃত্তি থাকে জবা ফুলে।

- পুষ্পপুট দেখা যায় রজনিগন্ধা ফুলে।
- পাথির সাহায্যে পরাজযোগকে বলে অরনিথ্যেফিলি।
- বায়ুপরাগী পুষ্প হল ধান।
- পক্ষীপরাগী পুষ্প হল শিমুল।
- মানব বিকাশের বয়ঃসন্ধিকাল পর্যায়কে ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ কাল বলে।
- বৃদ্ধির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়কালে যখন বৃদ্ধি দ্রুতলয়ে চলতে থাকে, তাকে বলে গ্র্যান্ড পিরিয়ড।
- শব্দ, আলো চিনতে পারে মানব বিকাশের যে দশায় তা হল সদ্যোজাত।
- পুরুষদের ভারী কঠস্বর সৃষ্টি হয় যে অঙ্গের বিকাশে তা হল ল্যারিঙ্গ।

- বৎসরগতির সূত্রাবলি আবিষ্কার করেন মেডেল।
- জিন কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন জোহানসেন।
- বিশুদ্ধ বেঁটে মটর গাছের জিনোটাইপ হল tt।
- মটর গাছের বীজপত্রের হলুদ বর্ণের বৈশিষ্ট্যটি প্রকট।
- AaBb জিনোটাইপযুক্ত জীবকে টেস্ট ক্রস করলে উৎপন্ন অপত্যগুলির অনুপাত হবে 1:1:1:1।
- একই জিনের বিভিন্ন রূপগুলি হল অ্যালিন।
- মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের পদ্ধতিটি হল XX-XY পদ্ধতি।
- ক্রোমোজোমের ওপর জিনের অবস্থান বিন্দুকে বলা হয় লোকাস।
- খর্ব মটর গাছ সবসময়ই হয় হোমোজাইগাস।
- মেডেলের একসংকর জনন পরীক্ষার টেস্ট ক্রস হল Tt × tt।
- অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায় সন্ধ্যামালতী, স্যাপড্রাগন উদ্ভিদে এবং অঙ্গলুসিয়ান মুরগিতে।
- জীবদেহের প্রধান জেনেটিক পদার্থ হল DNA।
- জীবদেহে বৎসরগতির একক হল জিন।
- পুঁলিঙ্গের প্রতীক হল O।
- মেডেলের একসংকর জননের F_2 জনুতে প্রাপ্ত 1:2:1 অনুপাতটি হল জিনোটাইপিক।
- প্রচলন জিনের প্রকাশ ঘটে হোমোজাইগাস অবস্থায়।
- মেডেল মটর গাছের সাত জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংকরায়ণ পরীক্ষা করেন।
- দ্বিসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত মেডেলের সূত্রটি হল স্বাধীনবিন্যাস সূত্র।
- মেডেলের একসংকর জনন পরীক্ষার একটি ব্যাক ক্রস হল Vv × VV।
- অসম্পূর্ণতা হল মেডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমী ঘটনা।
- মানুষের ক্ষেত্রে পুঁলিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী ক্রোমোজোমটি হল Y ক্রোমোজোম।
- মেডেলের একসংকর জননের F_2 জনুতে প্রাপ্ত 3:1 অনুপাতটি হল ফিনোটাইপিক।
- জিনের আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তনকে বলা হয় মিউটেশন।
- অটোজোম বাহিত বৎসরগতি রোগটি হল থ্যালাসেমিয়া।
- থ্যালাসেমিয়া রোগে দেহে অতিরিক্ত পরিমাণে লোহা জমা হয়।
- β—থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগীর সংখ্যা পৃথিবীর সমস্ত আক্রান্ত ব্যক্তির প্রায় 10%।
- রক্ততঞ্চনে সাহায্যকারী ফ্যাক্টর XI-এর অপর নাম হল PTA।
- α—থ্যালাসেমিয়ার জন্য দায়ী জিন 13n ক্রোমোজোমে অবস্থিত।
- হোমোজাইগাস প্রচলন অবস্থায় থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগটি প্রকাশিত হয়।

- ‘X’ ক্রোমোজোম বাহিত প্রচলন রোগ হল হিমোফিলিয়া ও বর্ণন্ধতা।
- α—থ্যালাসেমিয়া মেজের হল হাইড্রপেস ফিটালিস।
- হিমোফিলিয়ায় যে প্লাজমা প্রোটিনটি তৈরি হয় না, সেটি হল ফাইব্রিন।
- হিমোফিলিয়া রোগটিকে বীড়সভিজিস বলা হয়।
- ক্রিস্টমাস রোগটি হল হিমোফিলিয়া β।
- পুরুষদের যৌন ক্রোমোজোমগুলি হল XY।
- মহিলাদের যৌন ক্রোমোজোমগুলি হল XX।
- রক্ততঞ্চনে সাহায্যকারী ফ্যাট্রে VIII-এর অপর নাম AHF।
- সেক্স ক্রোমোজোম বাহিত একটি বংশগত রোগ হল বর্ণন্ধতা।
- থ্যালাসেমিয়া রোগটি যে প্রোটিনের অস্থাভাবিকতার ফলে সৃষ্টি হয় তা হল ফ্লোবিন।
- থ্যালাসেমিয়া মাইনর-এর অপর নাম হল থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট।
- থ্যালাসেমিয়া রোগের একটি লক্ষণ হল অ্যানিমিয়া।



- পৃথিবীতে সব থেকে বেশি পরিমাণে যে গ্যাসটি পাওয়া যায়, সেটি হল নাইট্রোজেন।
- পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিয়োজক হল ব্যাকটেরিয়া।
- প্রোক্যারিওট জীবেরা N_2 সংবন্ধন ঘটাতে পারে।
- ক্লস্ট্রিডিয়াম ও অ্যাজোব্যাট্টর হল স্বাধীনজীবী ব্যাকটেরিয়া।
- শিষ্মগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়ার বসবাসরীতিকে বলা হয় সিমবায়োসিস।
- মটর গাছের মূলে বসবাসকারী জীবাণুটি হল রাইজোবিয়াম।
- কলসপত্রী উদ্ভিদটি নাইট্রোজেনের ঘাটতি মেটাতে পতঙ্গ ভক্ষণ করে।
- সকল উৎপাদকই হল স্বভোজী।
- বাতাসে নাইট্রোজেন গ্যাসের শতকরা পরিমাণ হল 78.9।
- অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী নাইট্রোজেনের যৌগগুলি হল NO_2 , NO , HNO_3 ।
- মিথোজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সাহায্যকারী রঞ্জকটি হল লেগহিমোপ্লেবিন।
- শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করলে মাটিতে যে উপাদানটি বৃদ্ধি পায় তা হল নাইট্রোজেন।
- নাইট্রোজেন মোচনকারী একটি ব্যাকটেরিয়া হল থায়োব্যাসিলাস।
- ওজোন গহ্বর সৃষ্টিতে দায়ী নাইট্রোজেনঘাটিত যৌগটি হল NO ও NO_2 ।
- একটি নাইট্রোজেনঘাটিত গ্রিনহাউস গ্যাস হল N_2O ।
- বিশ্ব অ্যাজমা দিবস পালিত হয় 5 মে।
- খাদ্যশৃঙ্খল বরাবর দূষণ বৃদ্ধির ঘটনাকে বলে বায়োম্যাগনিফিকেশন।
- মাটি দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কেঁচোর।
- জৈব রূপে বিয়োজিত হয় না প্লাস্টিক।
- 160dB তীব্রতার শব্দে মানুষ সম্পূর্ণভাবে বধিরতা হয়ে যায়।
- শব্দ দূষণের ফলে সৃষ্টি হয় শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারের রোগ।
- DDT হল এক প্রকার ইনসেক্টিসাইড।
- মাটির দূষণ ঘটায় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ফলাফল অ্যাশ।
- পুনঃচক্রীকরণ সম্ভব নয় কয়লার।
- জৈববিবর্ধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কীটনাশকটি হল DDT।
- ইউট্রফিকেশন ঘটাতে সাহায্য করে ফসফেট্যুস্ট রাসায়নিক সার ও ডিটারজেন্ট।
- শব্দদূষণ পরিমাপের একক হল ডেসিবেল।
- COD এর সাহায্যে পরিমাপ করা হয় জল দূষণের মাত্রা।
- CFC নির্গত হয় ফ্রিজ তৈরির কারখানা থেকে।

- জলের BOD মাত্রা বৃদ্ধি যা নির্দেশ করে তা হল জল দূষণ।
- জলাভূমিতে থাকা অগুজীবদের দ্বারা উদ্ভূত হয় মিথেন গ্যাস।
- CO, SO₂ এবং NO হল প্রগৌণ দূষণকারী পদার্থ।
- খোঁঁয়াশা সৃষ্টি হয় ধোঁয়ার সঙ্গে অঞ্চল মিশে।
- প্রধান প্রিন্হাউস গ্যাসটি হল ক্লোরোফুরোকার্বন।
- অঞ্চলবৃষ্টির ফলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মার্বেলের তৈরি স্থাপত্য নির্দশন।
- জীবাশ্ম জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনে তৈরি হয় কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস।
- পৃথিবীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ 3%।
- পাথেনিয়াম উদ্ভিদের পরাগারেণু শাস্তন্ত্রে এলার্জি সৃষ্টি করে।
- অ্যামিবিয়াস ও জিয়ার্ডিয়াসিস হল প্রোটোজোয়াঘাটিত রোগ।
- সবুজ জলাশয়কে বলা হয় ইউট্রোফিক।
- জলবাহিত একটি রোগ হল হেপাটাইটিস।
- ফুসফুসের ক্যানসারের প্রধান কারণ ধূমপান ও বায়ুদূষণ।
- অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বলা হয় জলবিস্ফোরণ।
- UNFPA এর বর্তমান নাম United Nation Fund for Personal Activities.
- বিজ্ঞানের যে শাখায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ-এ তার সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়, তাকে বলে ডেমোগ্রাফিক।
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয় 11 জুলাই।
- প্রাকৃতিক বৃক্ষ বলা হয় জলাভূমিকে।
- বুই মাছ বিদেশাগত প্রজাতির নয়।
- ইন্দো-বর্মা হিটস্পট অঞ্চলটির অন্তর্গত ভারতের অংশটি হল উত্তর-পূর্ব ভারত।
- লাল চন্দন ও কস্তুরী মৃগ অতি ব্যবহারের ফলে আজ বিলুপ্ত প্রায়।
- ভারতের জীববৈচিত্রের ‘হিটস্পট’ বলা হয় পশ্চিমঘাট বনাঞ্চলকে।
- PBR-এর পুরো কথাটি হল People's Biodiversity Register.
- ভারতে পাথেনিয়ামের আগমন ঘটে আমেরিকা থেকে গম আমদানির সময়।
- MAB-এর পুরো কথাটি হল ম্যান অফ বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম।
- উত্তরাখণ্ড রাজ্যে করবেট জাতীয় উদ্যানটি অবস্থিত।
- জার্মানিজম ব্যাংক এক্স-সিটুর সংরক্ষণ ব্যবস্থা।
- নীলগিরি হল ভারতের প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ।
- নামধাপা জাতীয় পার্ক হল রেডপান্ডা সংরক্ষণ কেন্দ্র।
- একটি দেশে 33% শতাংশ পরিমাণ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যটি হল সুন্দরবন।

স | ফ | ল | ত | র | স্ব | প

যে স্বপ্ন সবাই দেখে প্রতিনিয়ত